

‘ধূমকেতু’র একটি কবিতা ও অন্যান্য...

লায়লা জামান

অর্ধসাপ্তাহিক ‘ধূমকেতু’ (প্রথম প্রকাশ^১ ১১ আগস্ট ১৯২২) পত্রিকার ২১ নভেম্বর ১৯২২ সংখ্যাটি দৃষ্টাপ্য। আমরা পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার গোকর্ণ গ্রামের গবেষক-সংগ্রাহক শ্রদ্ধেয় জনাব আবদুর রহমান ফেরদৌসীর সৌজন্যে তাঁর খোস বাসপুর ‘ফেরদৌসীয়া লাইব্রেরী’ থেকে এই সংখ্যা (বর্ষ ১ সংখ্যা ২৩) ‘ধূমকেতু’র প্রতিলিপি সংগ্রহ করেছি।

‘ধূমকেতু’র ১ম বর্ষের ২৩ তম সংখ্যায় “ওয়াহ গুরুজীকা ফতে” (পৃ ৬) শীর্ষক একটি অস্বাক্ষরিত কবিতা, “দ্বৈপায়নের পত্রের জবাব” (ধারাবাহিক প্রকাশিত পত্রাংশ) এবং ‘মুসলিম জাহান’ ও ‘দেশের খবর’ বিভাগে মন্তব্য সমেত যে ক্ষুদ্র সংবাদ- কণিকাসমূহ প্রকাশ পায়, আমাদের অনুমান, এগুলি নজরুলের রচনা।

সংবাদগুচ্ছের সঙ্গে গদ্য-পদ্যে যে সব টিপ্পনী সংযুক্ত হতো, তার সরসতা, স্নিগ্ধ (কখনো কখনো তীব্র) কৌতুক- পরিহাসের ধরন নজরুলের বলেই মনে হয়। রচনা শৈলী, শব্দ ব্যবহার, আবেগ স্নিগ্ধ রসাত্মক ও দুঃসাহসী ব্যঙ্গ প্রবণতা, যমক ও অনুপ্রাসের প্রয়োগ দেখে সংকলিত রচনাসমূহ নজরুলের বলেই আমাদের মনে হয়েছে।

১৯২২ সালে মুদ্রিত এসব রচনা নজরুলের কোনো বই কিংবা ‘নজরুল রচনাবলী’তে এখন পর্যন্ত সংকলিত হয়নি। তার করণ হতে পারে ‘ধূমকেতু’র এই সংখ্যার দুপ্পাপ্যতা।

আজহার উদ্দিন খান^২, রফিকুল ইসলাম,^৩ আনিসুজ্জামান,^৪ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর^৫ প্রমুখ গবেষক ও এই সংখ্যার উল্লেখ করেন নি।

‘ধূমকেতু’র ২১ নভেম্বর ১৯২২ সংখ্যায় শিবরাম চক্রবর্তীর কবিতা “মুখ খোলা” প্রকাশিত এবং রোকেয়ার প্রবন্ধ “স্ত্রী জাতির অবনতি” ‘পরিচারিকা’ পত্রিকা থেকে পুনঃ মুদ্রিত হয়েছিল।

এই সংখ্যার রচনা-সূচী অন্যত্র সংকলন করেছি। আমরা উল্লিখিত সংখ্যায় (এবং ৫ জানুয়ারি ১৯২৩) মুদ্রিত নজরুলের অস্বাক্ষরিত চারটি সম্পাদকীয় নিবন্ধও উদ্ধার করেছি।^৬ আজহার উদ্দীন খান তাঁর বইয়ে ‘ধূমকেতু’র ৮ম ও ১২শ সংখ্যা থেকে টিপ্পনীসমেত চারটি সংবাদ সংকলন করেছেন।^৭

সাহিত্যিকী

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর তাঁর পুস্তিকার “সংবাদ সংকলন” অংশে আবদুল আজীজ আল আমানের ‘ধূমকেতুর নজরুল’ ও মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন সম্পাদিত ‘সংগাত’ (বিশেষ সংখ্যা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১) অবলম্বনে ‘ধূমকেতু’র যে সংবাদ ও মন্তব্য (২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী) সংকলিত করেছেন তাতেও আমাদের এখানে সংকলিত রচনাদি অনুপস্থিত।^৮ মনে হয়, আবদুল আজীজ আল আমান, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ও মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন এই সংখ্যাটি দেখেন নি।

সারোয়ার জাহান তাঁর প্রবন্ধে ২৩শ সংখ্যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি বলে উল্লেখ করেছেন। “ওয়াহ গুরুজীকা ফতে” কবিতাটির রচয়িতার নাম ঐ প্রবন্ধে মুদ্রিত হয় নি। তাই সারোয়ার জাহান উল্লিখিত প্রবন্ধের “পরিশিষ্ট -২” -এর তালিকায় কবিতাটির উল্লেখ করেননি।^৯

অর্ধসাপ্তাহিক ‘ধূমকেতু’ (১২ আগস্ট ১৯২২-২৭ জানুয়ারি ১৯২৩) সম্পর্কে সারোয়ার জাহান উল্লেখ করেছেন,

“পত্রিকাটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল নজরুলের আবেগ রঞ্জিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ (বিশেষত সম্পাদকীয় নিবন্ধ), দুঃসাহসী সংবাদ এবং সংবাদ পরিবেশনের বিশেষ রসাত্মক ভঙ্গির জন্যে। ‘ধূমকেতু’ এই একটি নতুন রীতির প্রবর্তন করেছিল।

.....‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় নজরুল সাংবাদিকতায় নতুন ভঙ্গি এবং রীতি জন্ম দিয়েছিলেন.....। তার সহজাত আবেগ অবিচ্ছেদ্য এবং পরাক্রান্ত সঙ্গীর মতো ‘ধূমকেতু’র গদ্য শৈলীতে প্রবলভাবে উপস্থিত।^{১০}

‘মুসলিম সম্পাদিত শতবর্ষের (১৮৩১-১৯৩০) বাংলা সংবাদপত্র বিষয়ক আনিসুজ্জামানের মহার্ঘ্য গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লক্ষ্য করেছেন, “কথ্যরীতির প্রতিষ্ঠা ঘটে ‘ধূমকেতু’তে (১৯২২)।^{১১}

প্রমথ চৌধুরীর ‘সবুজপত্রে’ (১৯১৪-২৮) বাংলা গদ্যে চলিত রীতির আন্দোলন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেলেও, তখনো পর্যন্ত সংবাদ-সাময়িক পত্রে সাধারণত সাধু ভাষাই প্রচলিত ছিল! বিশেষ করে মুসলিম- সম্পাদিত সাময়িক পত্রে ‘ধূমকেতু’র আগে কোন সম্পাদক কথ্যরীতির প্রয়োগ করেন নি।

“ওয়াহ গুরুজীকা ফতে” কবিতাটিতে রচয়িতার নাম নেই। আর আগেই বলেছি, পত্রিকার এই সংখ্যাটি কেউ হয়তো দেখেন নি। সম্ভবতঃ তাই কবিতাটি ‘নজরুল রচনাবলী’তে সংকলিত হয় নি। আমাদের সংগৃহীত পাঠ যেখানে অস্পষ্ট সেখানে (‘ ’) চিহ্ন দিয়েছি।

‘ধূমকেতু’র একটি কবিতা ও অন্যান্য

ওয়াহ গুরুজীকা ফতে

[' '] উঠিল বহুদিন পরে
গরজি পঞ্চনদ
গুরুদ্বারে পুনঃ বাজিল ডঙ্কা, '
ছাড়ি শোক তাপ, অজিয়া শঙ্কা,
[' '] ছুটিল শির লুটাইতে
শত শিখ্ সংসদ ।
[' '] বৈরাগ্ যোগে বলীয়ান
নির্ভীক বলবান
বলেছিল তারা গুরুর শিষ্য
চম্কাতে পারে নিমেষে বিশ্ব
ধনপ্রাণে নাই অধিকার
সকলি গুরুর দান ।
গুরুর দেওয়া কৃপাণ ছাড়িয়া
হয়েছিল ত্রীতদাস
পিণ্ডরে বাঁধা শিখ্ লাখে লাখ
[' '] না পেয়ে শুনিতে শ্রীগুরুর ডাক
হাতে তুলে প'রেছিল গলে
চির অধীনতা ফাঁস ।
[' '] সিংহ শুনিল আবার
শ্রীগুরু আহ্বান;
গুরুকা বাগের গুরু অধিকার
হারাইলে শিখ্ হবে ছারখার
অধিকার রাখিতে তাহারা
পেতে দিল লাখে জান্ ।
[' '] আসন টলিল এবার
পেয়ে একাদশ বলি,
গুরুর লাগিয়া শিখের শোনিত

সাহিত্যিকী

[' '] রীতি আছে ঢালা টাটকা লোহিত
আজিকে হার মানিয়াছে
দুর্বলে পায়ে দলি ।
[' '] ল নানক গুরু গোবিন্দ
ত্রিদিবের দ্বার হ'তে,
কারাগার হ'তে গাঁবী মহারাজ
শুনিয়া আশিষ ক'রেছেন আজ
লাখো আকালির কণ্ঠ ঘোষিছে
ওয়াহ্ গুরুজীকা ফতে ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একই সংখ্যার 'দেশের খবর' বিভাগে "শিখের বলিদান"; "পাঞ্জাব সরকার ও গুরুকাবাগ যাত্রী" এবং 'আকালির জয় ।" শিরোনামে তিনটি সংবাদও প্রকাশ পেয়েছে ।

'ধূমকেতু'র প্রথম বর্ষ ত্রয়োদশ সংখ্যায় (২৬ আশ্বিন ১৩২৯/ ১৩ অক্টোবর ১৯২২) কমরেড মুজফফর আহমদ^{১২} "দ্বৈপায়নের পত্র" শিরোনামে নজরুলকে লেখা এক চিঠিতে 'ধূমকেতু' পত্রিকা সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান :

ভাই সারথি!

তোমার "ধূমকেতু" আমি নিয়মিত পড়ছি, কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, সমস্ত প্রাণমন দিয়ে যে জিনিষটি চাইছি সেইটিই ওতে আমি পরিস্ফুটরূপে পাইছি নে। আমাদের দেশের নির্যাত্তীত জনমন্ডলীর প্রতি তোমার সহানুভূতি আছে, তোমার লেখাতেই তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বড় দুঃখ যে তুমি তাদের বিষয়ে পরিকার করে আজো কিছু বল নি। নির্যাত্তীত জনসাধারণ বলতে আমি আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিক দিগকেই বুঝি। এরা ছাড়া আর সবাই নির্যাতনকারী, নির্যাত্তীত নয়।^{১২}

এই চিঠি প্রকাশের পর, উত্তরে অন্তত তিন কিস্তিতে 'ধূমকেতু'তে যে চিঠি ছাপা হয়েছিল, সেটি সম্ভবত নজরুলের নিজের লেখা। ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২৯/২১শে নভেম্বর ১৯২২ তারিখে প্রকাশিত ১ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যায় ওই চিঠির মাঝখানের যে অংশ আমরা সংগ্রহে সমর্থ হয়েছি, তার অবিকল নকলঃ

‘ধূমকেতু’র একটি কবিতা ও অন্যান্য

দ্বৈপায়নের পত্রের জবাব

(পূর্বানুবৃত্তি)

দ্বৈপায়নজী আমাদের ওপর পুনরায় নেকনজর দিয়ে বলছেন, “আমাদের বেশীর ভাগ কাগজ মধ্য শ্রেণীর লোকেরা লিখেছে, আর কাঁদুনীও তারা গাইছে তাদের আপনাদেরই জন্যে। এই সেদিনও “সনাতন” নামে একখানি কাগজ মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালীর জন্যে চোখের জল ফেলতে বাজারে বেঁচে রয়েছে।” বলি ওগো ব্যথার ব্যথী, দরিদ্রের সহায় শ্রীমধুসূদন! তুমি কি জান না যে, তোমার কথিত ‘নির্যাত্তিত’ শ্রেণীর মধ্যে কত বড় বড় নেতা উঠে পড়ে লেগেছেন, আহা! নিদ্রা ছেড়েছেন? মহাত্মা গান্ধী ত তাদের জন্যে সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫/৬ বার হাসি মুখে জেলে গিয়েছিলেন। সত্যগ্রহ আন্দোলনের সময় কয়বার কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করে ছিলেন কে? চম্পারণে শ্রমিক সমস্যার সামাধান ক’রে দিয়েছিলেন কে? সে ঐ নির্ভীক, দরিদ্রের ব্যথায় বিগলিত হৃদয় স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সাধক মহাপ্রাণ গান্ধী না? যাদের পক্ষে আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নিজের সর্বস্ব বলি দিয়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের আবার ভাবনা? আর যাদের দেখবার কেউ নেই, যাদের অভাব অভিযোগ শুনার জন্যে কেহই বড় একটা আবশ্যক মনে করেন না, যারা এই ভীষণ profiteering এর দিনে সর্বস্বান্ত হ’য়ে পথের ভিখারী হ’তে চলেছে, তাদের পক্ষে যদি একখানা কাগজ কাঁদুনী গাইতে বাজারে বার হয়, সেটা কি এতই হীন কাজ, এতই গাভ্রদাহকারী যে কাগজখানি দেশের সম্মুখে হাজির হ’তে না হ’তে গলার টুটী চেপে ধরে শ্বাসরোধ করতে হবে? আজ কাল সকল সম্প্রদায়ই যখন সংঘবদ্ধ হ’তে শিখছে, নিজেদের অবস্থা আলোচনা ক’রে সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে, তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই বা কেন নিজেদের অবস্থার প্রতি উদাসীন থাকবে? তাবাও কেন অপর ৫ জনের সহানুভূতি পাবার চেষ্টা ক’রে না? সর্বশ্রেণীরই যদি নিজ নিজ অবস্থার প্রতিকার করার অধিকার তাকে ত, মধ্য শ্রেণীরও সে অধিকার নিশ্চয় আছে। তা হ’তে তাকে করে, কার সাধ্য? আর তা ক’রতে দেখলেই দ্বৈপায়নজীর মধ্যশ্রেণীর ওপর এতটা খড়গহস্ত হবার কারণই বা কি, অধিকারই বা কি? সংসারে এমন লোক কে আছে যে নিজের ভালমন্দের প্রতি নজর না রাখে? তিনি কাঁদুনীর কথা লিখেছেন। পূর্বেই ব’লেছি যে যারা কথা কেউ শোনে না, সেদিকের কাঁদুনী নিজেই না গাইলে আর উপায় কি? এখনকার দিনে যে যত নিজের ঢাক নিজে পিটিবে, তার কথা অপর লোকে ততই বেশী শুনে। এটা ত সাধারণ দৃষ্টান্ত। আর যে ভালমানুষের মত নিজের অভাব, অভিযোগ হজম ক’রে যাবে তাব তত বেশী দুর্দশা ইহাও আমরা প্রত্যহই দেখতে পাই। সামাজিক শাসনও বাঁধনের তাপে দেহ, মন ও চিন্তা পর্য্যন্ত পঙ্গু ও বিকারগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে। যারা সাংসারিক [‘ ’] থেকে উদ্ধারের আর কোনো [উপায়] নিজে বার করে নিতে পারচে না, মুক্তির উপায় দেখতে না পেয়ে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছে, তাদের ‘সনাতন’ যদি চোখের জল ফেলতে [‘ ’] বাজারে বার হয়ে থাকে ত তার পক্ষে দোষের কাজ কিছুই হয়নি সৎসাহস ও মহানুভবতারই পরিচায়ক [‘ ’]। (ক্রমশঃ)

সাহিত্যিকী

মুজফ্ফর আহমদ নজরুলের ‘ধূমকেতু’তে তাঁর প্রত্যাশিত শ্রমিক- কৃষক শ্রেণীর সপক্ষে ভূমিকা না দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে এই চিঠি লেখেন ছদ্মনামে। মুজফ্ফর আহমদ ‘ধূমকেতু’র মধ্যশ্রেণীর প্রতি পক্ষালঙ্ঘন সমর্থন করতে পারেননি। তিনি সাংবাদিকতায় নজরুলের এই ভূমিকার সমালোচনা করেন তাঁর পূর্ব প্রকাশিত পত্রে।

নজরুল ‘ধূমকেতু’র “সারথি” হিসেবে নিজের অবস্থান সঠিক বিবেচনা করে এই জবাব দেন। তিনি মধ্যশ্রেণীর অধিকারের প্রশ্ন তুলে মুজফ্ফর আহমদের বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন এই পত্রে।

প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়বে, বছর চারেক পরে গণবানী’র সমালোচনা দেশ বন্ধুর সাপ্তাহিক ‘আত্মশক্তি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯২৬ এর ২২ আগস্ট সংখ্যায়। নজরুল তারানাথ রায়ের ওই সমালোচনার উত্তরে ‘আত্মশক্তি’র সম্পাদককে লেখা এক চিঠিতে (৮ই ভাদ্র ১৩৩৩) মুজফ্ফর আহমদ সম্পর্কে বলেছেন:

“আমি হালফ করে বলতে পারি মুজফ্ফরকে দেখলে লোকের গুহ চক্ষু ফেটেও জল আসবে। এমন সর্বভাগী আত্মতোলা মৌণ কর্মী, এমন সুন্দর প্রাণ, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা – সবচেয়ে এমন উদার বিরাট বিপুল মন। ও যেন আশুনের শিখা, তাকে মেঝে নিবৃত্ত করা যায় না! ও যেন পোকায় কাটা ফুল, পোকায় কাটছে তবু সুগন্ধ দিচ্ছে। ... মুজফ্ফরের মত সমগ্রভাবে নেশনকে ভালবাসতে, ভারতবর্ষকে ভালবাসতে কোন মুসলমান নেতা দূরের কথা, হিন্দু নেতাকেও দেখিনি।... সে বলেনি কোনদিনই মুখ ফুটে যে, দেশের জন্যে সে কিছু করেছে। বলবেও না ভবিষ্যতে। সে বলে না বলেই ত তার জন্যে এত কান্না পায়, তার ওপর আমার এত বিপুল শ্রদ্ধা।”^{১৩}

‘দেশের খবর’ এবং ‘মুসলিম জাহান’ বিভাগ-দুটি থেকে এই ১২টি সংবাদ কণিকা সংগৃহীত হল:

১. শিখের বলিদান
২. অহিংস অসহযোগের বিলাতী রূপ
৩. পাঞ্জাব সরকার ও গুরুকাবাগ যাত্রী
৪. আকালীর জয়
৫. চা-কর সাহেবের কীর্তি
৬. সেটেলমেন্টে পিটুনি পুলিশ
৭. আঙ্গেরার দাবি

‘ধুমকেতু’র একটি কবিতা ও অন্যান্য

৮. প্যারিসে ইসমত পাশা
৯. ফাঁসিকাঠে স্বদেশ প্রেমিক তুর্কী বীর
১০. ইলমিদে তুর্ক সৈন্য
১১. সোলতানের মাল্টা যাত্রা
১২. উজির বর্গসহ সোলতানের বিচার

প্রথম ছয়টি ‘দেশের খবর’ এবং শেষের ছয়টি ‘মুসলিম জাহান’ বিভাগ থেকে উদ্ধৃতি হল।

দেশের খবর

শিখের বলিদান।

অমৃতসর এবার মহা তীর্থে দাঁড়াল। ধর্মের নামে পাণ্ডবী সিংহেরা মোরিয়া। গুরুকাবাগের ধর্মাবিধার বজায় রাখতে তাঁরা বুঝি শেষ শিখের বাচ্ছাটা পর্যন্ত রাখবেন না; গুরুর চরণে সবাই বলি হবার জন্যে তৈরি! সেখানকার ‘আকাল তখ্তে’ দলে দলে শিখের ‘অহিংসা’ মস্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ‘জাঠা’ সংগঠন ক’রে গুরুকাবাগে যেতে লেগেছেন। কাণা খোড়া, ছেলে বুড়ো, পেশন ভোগী, লড়াই ফেরতা সৈনিক পর্যন্ত সবাই এই জাঠায় আত্মবলি দিবার জন্যে আগে চ’লবার জন্য আজ ভিড় ক’ছেন। ১২ই নবেম্বর দুইনম্বর ‘সামরিক জাঠা’ প্রস্তুত হয়ে রিসালাদার রণরোধ সিংহের সর্দারির অধীনে চার জন ক’রে কাতার দিয়ে ফৌজি কায়দায় কুচ করতে করতে আকালিদের কালো নিশেন উড়িয়ে গুরুকাবাগে যান। তাঁরা ২৫ জন ক’রে ৪টি বিভাগে যখন যাক্ষিলেন তখন প্রত্যেক ঘর থেকে তাঁদের ওপর পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছিল। সে দৃশ্য চোখে না দেখলে লিখে বা ব’লে বুঝানো যায় না। অবশ্য তাঁরা যথারীতি ক্ষেফতার হয়েছেন। আজ পর্যন্ত গুরুর অধিকার রাখতে ৫০০০ এর ওপর শিখ্ হাসিমুখে কারা বরণ ক’রেছেন।

আলিয়ানওয়ালাবাগে পেশনভোগীদের উদ্যোগে সুবেদার সুরেন সিংহের সভাপতিত্বে একটা বিরাট সাধারণ সভা হ’য়ে গিয়েছে। তাতে সরকারের আকালি ঠ্যাঙ্গানোর জন্যে নিন্দা করা হ’য়েছে।

বীর আকালিগণের ওটুকু না ক’রে চুপ ক’রে কাজ চালা’লে চ’লত না কি?

সাহিত্যিকী

অহিংস অসহযোগের বিলাতী রূপ

কাউন্সিল যাওয়া নিয়ে অসহযোগী দের দুটি দল হয়েছে। তা' নিয়ে কলকাতায় খুব ইত্তাহার জারি হচ্ছে।

এমন কি গুনলাম কাউন্সিল গমনের যারা বিরোধী - তাদের নিয়ে একটা ভোজের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। অবশ্য দু'দলের পেছনেই 'বড়লোক' আছেন।

তাই ভাবি, যে 'বড়লোকে'র মোহ কই কাটলো না তো! আচ্ছা দুপক্ষেই যারা জিলার পক্ষ হয়ে সই মেরেছেন, তাদের জিলার কতকগুলি লোকের ওপর তাদের হাত আছে, সে কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

পাঞ্জাব সরকার ও গুরুকাবাগ যাত্রী

পাঞ্জাব সরকারের আদেশ যাত্রী ভায়ে গুরুকাবাগে যেতে কাকেও বাধা দেওয়া হবে না অথচ সেদিন খালসা কলেজের অধ্যাপক সপরিবারে গুরুকাবাগে যেতে না পেরে ফিরে এসেছেন পুলিশ তাঁদিককে যে'তে দেয় নাই।

কত কেরামত জান তোমরা

কত কেরামত জান-

মাজ দরিয়ায় ফেলে জান

ডাঙ্গায় বসে টান!

আকালির জয়।

আকালীদের প্রাণের ডাক খোদার কানে পৌঁছেছে। লাহোরের রায় বাহাদুর গঙ্গারাম গুরুকাবাগ জমা লওয়ায় বাগ থেকে পুলিশ ফৌজ তুলে নেওয়া হয়েছে। আর আকালি শ্রেণ্ডার হবে না। কেবল মহান্ত সুন্দর দাসের দেহ পাহারার জন্য পাঁচ জন কনেষ্টবল মোতায়েন রাখা হ'য়েছে।

মাল্পো বোরের দুর্দশাত বেজায়।

‘ধুমকেতু’র একটি কবিতা ও অন্যান্য

চা-কর সাহেবের কীর্তি

“সিলেট ট্রনিকেল” সংবাদ দিয়েছেন যে চা বাগানের ম্যানেজার মিঃ ক্লার্ক তার বাগানের এক দোকানদারের ঘর জ্বালায়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল পরে ভাষীনে তাকে মুক্ত দেওয়া হ’য়েছে, যদিও অভিযোগ খুব গুরুতর!

ছিঃ অমন কথা কি বলতে আছে যে অভিযোগ গুরুতর! ওরা যে “সাদামুখো” তা বুঝি মনে নেই! আমাদের হলে কথা ছিল না। ওদের ওসব “সওয়া” ধাতু।

সেটেলমেন্টে পিটুনি পুলিশ

বালেশ্বর জেলার প্রজা সাধারণ সেটেলমেন্টের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করে কোন ফল না পেয়ে একযোগে সেটেলমেন্ট বয়কট করেছে। তা’ দিগে সায়েস্তা করতে তথায় পিটুনি পুলিশ মোতায়েন করা হ’য়েছে।

এইত চাই।

যত মামাদের কড়ি ধামা ধরে দিয়ে

আমাদের ভাগে ঘাড়!

মুসলিম জাহান

আঙ্গোরার দাবি

আগামি লুসেন বৈঠকে নব্য তুর্ক গভর্নমেন্ট নিম্ন সর্বগুলি দাবী করবেন—

১ম। ১৯১৪ সালে ইউরোপে তুর্কীর যে পরিমাণ রাজ্য এবং তার যে বন্দোয়ারা ছিল তাই বজায় রাখতে হবে।

২য়। স্তামুল গভর্নমেন্টের ওপর যে সব দাবি দাওয়া ডার্সেলজ সন্ধি অনুসারে করা হয়েছিল সে সব মুছে ফেলতে হবে।

৩য়। যুদ্ধে গ্রীকরা এসিয়া মাইনরে যে সব ক্ষতি করেছে এবং তুর্ক গভর্নমেন্টের যা ব্যয় হয়েছে তা কড়ায় গড়ায় বুঝিয়ে দিতে হবে। মোট ক্ষতির পরিমাণ ৩৬০ কোটি টাকা।

সাহিত্যিকী

৪র্থ। তুর্কীর অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যের পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকবে না।

৫। কুস্তনীয়, দার্দানেলিস ও বসফোরাস প্রণালীদ্বয় এবং মর্ম্মরা সাগরকে নিরাপদ রাখার করারে আবদ্ধ থাকতে হবে।

৬ষ্ঠ। প্যালেসটাইন, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার যে সব অধিবাসী স্বৈচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে তারা ফিরে এলে তবে ঐ সমস্ত প্রদেশের ভাগ্য সম্বন্ধে প্রশ্নের মীমাংসা হবে।

৭ম। মোসাল নগরী তুর্কীর ভাগে দিয়ে তার দক্ষিণে আরো সীমানা সরিয়ে দিতে হবে।

৮ম। আরবের কোন কথাই এ মজলিসে উঠবে না। তার ব্যবস্থা হবে পরে!

দাদারা! চলে ত সব 'কাম-রূপের' দেশে এখন কথায় কজে ঠিক রেখে আসতে পারলেই ভাল। দেখো যেন শেষটা ভেড়া না করে দেয়! তবে কথা এই যে তোমরা "মুরক্ষ-গোয়ার" যাদু টাদু মান না, এই যা।

প্যারিসে ইসমত পাশা

১৫ই লওনের খবরে প্রকাশ আজ সকালে ইসমত পাশা প্যারিসে উপস্থিত হয়েছে। তিনি বলেছেন তুর্কীরা চায় তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আর ভূরঙ্গে বিদেশীদের কোন বিষয়ে অধিকারগত সুবিধা না থাকে তাই।

দিদিরা নিশ্চয়ই চোক কপালে তুলে বলাবলি কচ্ছেন “-তাই ভাগো দিদি!”

নিরুপায় হয়ে নিশ্চয়ই! নতুবা?

ফাঁসিকাঠে স্বদেশ প্রেমিক

তুর্কী-বীর

স্বার্থা যখন গ্রীকের দখলে তখন হাসান নামক একজন তুর্কী অপরাধীর ফাঁসির হুকুম হয়। মৃত্যুর পূর্বে ঘাতক তাঁকে জিজ্ঞাসা করে “তোমার কিছু বলবার আছে? উত্তরে গম্ভীরভাবে তিনি বলেছিলেন -

“আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নব্য তুর্ক-সদ্রার গাজী কামাল পাশার চরণে উৎসর্গ করে যাচ্ছি তাহলেই আমার তুর্কজননীর সাহায্য করা হবে”

একেই বলে প্রকৃত দেশ-প্রেমিক-বীর মরেও যারা দেশকে না ভুলতে পারি ধন্য তাঁরা, আর শত তাদের জননী জন্মভূমি!

‘ধূমকেতু’র একটি কবিতা ও অন্যান্য

ইসমিদে তুর্কসৈন্য

একলক্ষ তুর্কসৈন্য ইসমিদে বেয়ে সতৃষ্ণ নয়নে তায়ুলের দিকে চেয়ে রয়েছে। ইসারা পেলেই
‘জয় তুরস্কের জয়’ বলে হুঙ্কার দিয়ে প্রণালী পাড়ি দিয়ে যাবে।

ঐ রকম আটঘাট বেঁধে রাখাই ত দরকার। দেখ যে আবার সঙ্গীন গুলোর মরচে ধরে না যায়, দিনে
এক আধবার শানে দিও।

সোলতানের মালটা যাত্রা

ইংলিসম্যানের খবরে প্রকাশ তুর্ক-সোলতান ইংরাজ রণতরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন “মালোয়া”
নামক যুদ্ধজাহাজে করে তাঁকে মালটায় পাঠান হয়েছে।

বাস!

“বেধিছি লাক্স দড়ায়

ঘুরে ফিরে খুটোর গোড়ায়”

যেখানকার ডাল চাল বরাতে থাকে।”

উজিরবর্গ সহ সোলতানের বিচার

স্তায়ুলের ১৭ই তারিখের খবরে প্রকাশ গাজি কামাল পাশার সভাপতিত্বে আস্তোরার জাতীয়
মহাসমিতির যে অধিবেশন হয়ে গিয়েছে তাতে স্থির হয়েছে যে তুর্কসুলতান ও তাঁর মন্ত্রী সমাজকে
রাজদ্রোহীতা অপরাধে অভিযুক্ত করে বিচার করা হবে।

তা ভাল!

কথায় বলে গাছে কাঁঠাল ওঠে তেল।

সাহিত্যিকী

তথ্য-সংকেত

১. 'ধূমকেতু'র প্রথম প্রকাশ ১১ আগস্ট না ১২ আগস্ট (১৯২২) - এ সম্পর্কে দুটি মত প্রচলিত। মুজফ্ফর আহমদ স্মৃতি থেকে জানিয়েছেন, ১২ আগস্ট। আনিসুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম, মোবাস্শের আলীও একই তারিখ উল্লেখ করেছেন।
খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, আবদুল আজিজ আল আমান, আজহারউদ্দীন খান, শিশির কর মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও সারোয়ার জাহান ১১ আগস্ট 'ধূমকেতু' প্রথম প্রকাশিত বলে স্থির করেছেন। আবদুল আজিজ আল আমান বঙ্গাব্দের তারিখ মিলিয়েছেন বাংলা পঞ্জিকার সঙ্গে; শিশির কর ব্রিটিশ সরকারের সমকালীন গোয়েন্দা বিভাগের গোপনীয় রিপোর্ট উদ্ধার করেছেন আর সারোয়ার জাহান 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধে 'ধূমকেতু'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রের ছবি ছেপে দিয়েছেন। একমাত্র ডক্টর সারোয়ার জাহানই 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা স্বচক্ষে দেখেছেন।
২. আজহার উদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, প্রথম সুপ্রীম সংস্করণ, কলকাতা: সুপ্রীম পাবলিশার্স, ১৯৯৭; পৃ. ১০৯-১১০।
৩. রফিকুল ইসলাম, *নজরুল নির্দেশিকা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।
৪. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।
৫. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন*, ঢাকা: বাংলাদেশ কুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮২।
৬. দ্র মং সংকলিত "নজরুলের অস্বাক্ষরিত রচনা," ওয়াকিল আহমদ- সম্পাদিত, *সাহিত্য পত্রিকা*, নজরুল জন্ম শত বার্ষিক সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৯।
৭. আজহার উদ্দীন খান, পূর্বোক্ত।
৮. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, পূর্বোক্ত. পৃ. ২৯-৪৯।
৯. সারোয়ার জাহান, "নজরুল ও ধূমকেতু" *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ১০২।
১০. ঐ, পৃ. ১০০।
১১. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত পৃ. [২৬]।
১২. "আমিও 'ইদপায়ন' ছদ্মনামে দু' একবার 'ধূমকেতু'তে লিখেছি।" দ্র মুজফ্ফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতি কথা*, বাংলাদেশ সংস্করণ, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৩, পৃ. ২৪৬।
১৩. আবদুল কদির (সম্পাদিত), *নজরুল রচনাবলী* (চতুর্থ খণ্ড) ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৫৪।